কলকাতা উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত(পাল)

২০২০-এর সি. আর. আর ৫৯৯
এর সঙ্গে
২০২৩-এর সি. আর. এ. এন ৩
- রমেশ সোবতি ও আরেকজন
বনাম
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্যঃ

শ্রী দেবাশীষ রায়,

শ্রী কৌশিক চ্যাটার্জি,

শ্রী তীর্থঙ্কর দে।

রাজ্যের জন্যঃ কোনটিই নয়।

বিপরীত পক্ষ নং ২ এর জন্য : কোনটিই নয়।

শুনানি শেষ হয়েছে- ২৩.০৮.২০২৩

বিচার- ২২.০৯.২০২৩

<u>বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল):-</u>

১. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/৪১৮/৪২০/৪৬৭ ৪৭১/১২০ B ধারার অধীনে কলকাতার ৮ নম্বর আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন অভিযোগ মামলা নং সি. এস.-১০৫৭৬৫/২০১৮-এর কার্যধারা বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে বর্তমান সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারী নং ১ হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং আবেদনকারী নং ২ হলেন ব্যাঙ্কের কোম্পানি সচিব (অভিযোগের মামলায় অভিযুক্ত নং ২)।

৩. বলা হয়েছে যে, ২০১০ সাল থেকে অভিযোগকারীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। ২০১৫ সালে অভিযোগকারী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে গিয়েছিলেন।

৪. এরপর অভিযোগকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ফেসিলিটি করেন। একটি ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ফেসিলিটি-তে গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ফরেক্স কেনেন এবং এই ধরনের চুক্তির মেয়াদ হয় ৬ মাস বা ১ বছর।

৫. চুক্তির শুরুতে, ডলারের হার বাজার হার অনুযায়ী স্থির করা হয়

৬. এটি আরও বলা হয়েছে যে ফরেক্স বাজারের ওঠানামা এবং ডলারের হার কমে গেলে গ্রাহক লাভের সাপেক্ষে। তারপর ব্যাঙ্ক পরিবর্তিত হার অনুযায়ী গ্রাহকের কাছে ডলার বিক্রি করে।

৭. কিন্তু যদি বৈদেশিক মুদ্রার হার বৃদ্ধি পায়, তাহলে গ্রাহককে চুক্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য পার্থক্য দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের আকারে ব্যাঙ্কের কাছে পর্যাপ্ত সুরক্ষা রাখতে হবে যার উপর ব্যাঙ্ক একটি লিয়েন তৈরি করে এবং অনুমোদনের মেয়াদ অনুযায়ী তা ফেরত দেয়।

৮. অভিযোগকারীর অনুরোধ অনুযায়ী, অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সীমা বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে অভিযোগকারী এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে অগণিত অগ্রিম চুক্তি সুবিধা চালু করা হয়েছে।

৯. প্রতিটি চুক্তি ১ বছরের জন্য বৈধ ছিল এবং ৭ শতাংশ পর্যন্ত মার্জিনের অর্থ স্থায়ী আমানতের আকারে জমা করতে হত। সংশোধিত অনুমোদনের মেয়াদে এই ধরনের মার্জিনের অর্থের সীমা বাড়িয়ে ৮ শতাংশ করা হয়েছিল যা যথাযথভাবে অভিযোগকারীকে জানানো হয়েছিল।

১০. ডলারের দাম ধীরে ধীরে বাড়ার সাথে সাথে মার্জিনের অর্থও লঙ্ঘিত হয় এবং চুক্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য মার্জিন অর্থ পুনরায় পূরণ করার অনুরোধ জানিয়ে বেশ কয়েকটি ইমেল যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অভিযোগকারীকে বাজারের পরিস্থিতি জানায়।

১১. অবশেষে যখন মার্জিন মানি ৮০% ছাড়িয়ে যায় এবং অনুরোধ সত্ত্বেও, আর কোনও অর্থ বিনিয়োগ করা হয়নি, এবং ব্যাংক সমস্ত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয় এবং ১৫.০৫.২০১৮ তারিখে অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে জানানো লিয়েনে থাকা মার্জিন অর্থ থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

১২. বলা হয়েছে যে, ব্যাংক কর্তৃক চুক্তি বাতিলের ৭ মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, অভিযোগকারী ব্যাংক এবং তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফৌজদারি আইন কার্যকর করেছেন।

১৩. আবেদনকারীদের আইনজীবী শ্রী দেবাশীষ রায় বলেছেন যে ২০১০ সাল থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে ক্রমাগত লেনদেন (ব্যাঙ্কিং) চলছিল। কয়েকটি লেনদেন নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তবে প্রতারণার অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কোনওটিই তাৎক্ষণিক মামলায় উপস্থিত নেই।

১৪. অভিযোগকারী কর্তৃক জমা রাখা স্থায়ী আমানতগুলি মার্জিন অর্থ আকারে চুক্তি অনুসারে, যার উপর ব্যাংক একটি লিয়েন রেখেছিল, যদি ডলারের হার বৃদ্ধির কারণে মার্জিন অর্থ ৮০% পর্যন্ত লঙ্ঘিত হয়, যেমনটি তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ঘটেছে, তবে অনুমোদনের শর্তাবলী অনুসারে তা খালাস করার অধিকার রাখে। ব্যাংক কঠোরভাবে অনুমোদনের শর্তাবলী অনুসারে কাজ করেছে এবং কোনও পুরুষের জন্য দায়ী করা যাবে না।

১৫. ব্যাংকের কাছে ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করা অর্থ কখনই ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা আমানত ছিল না। ব্যাংক যে অনুমোদনপত্রের উপর লিয়েনের অধিকার প্রয়োগ করেছিল, সেই অনুমোদনপত্রের শর্তাবলী অনুসারে এটি মার্জিন অর্থ হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল। সুতরাং ভারতীয় দণ্ডবিধির 409 ধারার অধীনে অপরাধটি প্রতিষ্ঠিত হয় না কারণ ব্যাংকটি ফিক্সড ডিপোজিট, তার পরিশোধ ইত্যাদির উপর লিয়েন প্রয়োগ করেছিল, অনুমোদনের শর্তাবলী অনুসারে এবং এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে গণ্য হয় না, জালিয়াতির অপরাধ তো দূরের কথা।

১৬. আরও বলা হয়েছে যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কোম্পানি সেক্রেটারি হিসাবে আবেদনকারীদের অভিযোগকারীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আচরণ করার কোনও সুযোগ ছিল না। অভিযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার জন্য আবেদনকারীদের কোনও নির্দিষ্ট প্রকাশ্য কাজকে দায়ী করা হয়নি।

১৭. যদি কোনও বিরোধ চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার অভিযোগ লঙ্ঘনের কারণে উদ্ভূত হয়, যা উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন একটি দেওয়ানী ফোরাম দ্বারা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

১৮. এটিও জমা দেওয়া হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারার অধীনে পরিকল্পিত কোনও তদন্ত পরিচালিত হয়নি যা উভয় আবেদনকারী বিচারিক আদালতের এখতিয়ারের বাইরে বসবাস করার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

১৯. সুবিধার জন্য আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া লিখিত নোটে প্রদত্ত তারিখের একটি তালিকা এখানে পুনরুৎপাদন করা হয়েছেঃ-

<u>তারিখের তালিকা</u>

তারিখ	বিবরণ
১৮.০১.২০১০	বিপরীত পক্ষ ২০১০ সাল থেকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বজায় রেখেছে।
২২.১২.২০১৫	ক্রেডিট সুবিধা এবং ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট সুবিধার জন্য একটি অনুমোদন পত্র জারি করা হয়েছিল।
২৬.১০.২০১৭	ব্যাংক কর্তৃক একটি সংশোধিত অনুমোদন পত্র জারি করা হয়েছিল এবং ঋণ সীমাও বাড়ানো হয়েছিল।

০৫.০৩.২০১৮ থেকে ০৯.০৫.২০১৮	বিপরীত পক্ষের সাথে ব্যাঙ্কের যোগাযোগ ফরেক্স হারে বাজারের ওঠানামা মূল্যায়ন করা এবং মার্জিন টাকার জন্য টপ-আপ দেওয়ার অনুরোধ।
১৫.০৫.২০১৮	স্থায়ী আমানতের আকারে রাখা মার্জিনের অর্থ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত লঙ্ঘিত হয়েছে, যার ফলে ব্যাঙ্ক অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী সমস্ত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে এবং অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে জানানো হয়েছে।
২১.১২.২০১৮	অভিযোগকারী কর্তৃক কলকাতার বিজ্ঞ মুখ্য মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযোগের আবেদন দাখিল করা হয়।

২০. অভিযোগকারী কর্তৃক আবেদনকারী ব্যাংকে পাঠানো ২৫.০৪.২০১৮ তারিখের একটি চিঠিতে দেখা যায় যে অভিযোগকারী স্বীকার করেছেন যে বৈদেশিক মুদ্রা চুক্তিতে প্রবেশের জন্য স্থায়ী আমানতগুলি ব্যাংকে রাখা হয়েছিল এবং পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক গত কয়েক বছর ধরে চলে আসছে।

২১. আবেদনকারীরা শীর্ষ আদালতের নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ-

i) **এস. কে. আলাঘ বনাম উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্যরা (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৬৬২**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, আদালত বলেছেঃ-

যেখানে এটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিধানের অধীনে আসা মামলাগুলিতে অভিযুক্ত সংস্থার পরিচালক/কর্মকর্তাদের কাছে পরোক্ষ দায়বদ্ধতা স্থির করা যায় না [**অনুচ্ছেদঃ২০**].

(ii) **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অন্যারান্য বনাম সুরেন্দ্র প্রসাদ সিনহা মামলায় ১৯৯৩ সালের (১) এস. সি. সি. ৪৯৯**-এ, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে পদক্ষেপটি স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে ৪০৫ ধারায় সংজ্ঞায়িত বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনের একটি অস্বীকার এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য। এটি অসৎ বা অপব্যবহার নয়। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারা লিয়েনে রাখা এফডিআর-এর মুক্তি ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না [**অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬]।**

(iii) **দীপক গাবা ও অন্যান্যরা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন (২০২৩) ৩ এস. সি. সি ৪২৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে**, আদালত বলেছেঃ-

যখন ব্যাঙ্ক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছে এবং এটি কোনও ফৌজদারি অপরাধ গঠন করে না, তখন অভিযুক্ত অপরাধগুলি অনেক কম।

(iv) **এস. এস. বিনু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এবং আরেকজন ২০১৮ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৬৮৮১**-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এটি আদেশ হয়েছেঃ-

ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারার সংশোধিত বিধানের অধীনে তদন্ত প্রকৃতিগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং এর অনুপালনা আদেশ জারি করার প্রক্রিয়াকে কলুষিত করে [অনুচ্ছেদঃ ১০৯]।

.

২২. পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও, শুনানির সময় ২ নং বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি।

২৩. ০৫.১১.২০১৯ তারিখের লার্নড ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশটি নিম্নরূপঃ-

সিএস/৫৭৬৫/১৮

আদেশ তারিখঃ ০৫.১১.১৯

আজ এস/এ-এর জন্য স্থির করা হয়েছে।

আজ সাক্ষী, মিঠুন পল তার বিজ্ঞ উকিলের সাথে উপস্থিত।

মিঠুন পলকে পিডব্লিউ-২ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে এস. এ. ধারা ২০০ সিআর.পি.সি-এ অনুসারে পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রতীয়মান হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ৪০৯/৪১৮/৪২০ ৪৬৭/৪৭১/১২০বি অভিযোগগুলি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ধারা ২০৪ সিআর.পি.সি--এর অধীনে সমন জারি করুন।

থেকে ১৩/১২/১৯ এস/আর-এর জন্য
অভিযোগকারীকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ফাইল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ডি/সি,

এসডি/-
এম. এম. ৮ম আদালত, কলকাতা।
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
৬ষ্ঠ আদালত, কলকাতা।

২৪. অভিযোগের আবেদন থেকে দেখা যায় যে, উভয় আবেদনকারীরই ঠিকানা মুম্বাই, এবং তাই বিচারিক আদালতের এখতিয়ারের বাইরে।

২৫. ধারা ২০২ সিআর.পি.সি- নিচে দেওয়া আছেঃ-

২০২ - প্রক্রিয়া জারি স্থগিতকরণঃ-

(১) যে কোনও ম্যাজিস্ট্রেট, এমন কোনও অপরাধের অভিযোগ প্রাপ্তির পরে, যার জন্য তিনি বিচার গ্রহণের জন্য অনুমোদিত বা যা ১৯২ ধারার অধীনে তাঁর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যদি তিনি উপযুক্ত মনে করেন, [এবং কোনও ক্ষেত্রে যেখানে অভিযুক্ত তার এখতিয়ার প্রয়োগকারী এলাকার বাইরে কোনও জায়গায় বসবাস করছেন] অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াটি স্থগিত করতে পারেন এবং হয় মামলাটি নিজেই তদন্ত করতে পারেন বা কোনও পুলিশ আধিকারিক বা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন, যা তিনি উপযুক্ত মনে করেন, কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যেঃ

তবে শর্ত থাকে যে তদন্তের জন্য এই ধরনের কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না-

(ক) যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগ করা অপরাধটি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য; অথবা

(খ) যেখানে কোনও আদালত অভিযোগ করেনি, যদি না অভিযোগকারী এবং উপস্থিত সাক্ষীদের (যদি থাকে) ২০০ ধারার অধীনে শপথের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে একটি তদন্তে, ম্যাজিস্ট্রেট, যদি তিনি উপযুক্ত মনে করেন, শপথের উপর সাক্ষীদের প্রমাণ নিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যদি মনে হয় যে, অপরাধটি দায়রা আদালত কর্তৃক একচেটিয়াভাবে বিচারযোগ্য বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তবে তিনি অভিযোগকারীকে তাঁর সমস্ত সাক্ষীকে হাজির করতে এবং শপথের ভিত্তিতে তাদের পরীক্ষা করার আহ্বান জানাবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যদি কোনও ব্যক্তি পুলিশ অফিসার না হয়ে তদন্ত করেন, তবে তাঁর এই তদন্তের জন্য পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ব্যতীত কোনও পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই কোড দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা থাকবে।

২৬. বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড বনাম অ্যাডভেন্টজ ইনভেস্টমেন্টস এবং হোল্ডিংস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, (২০১৯) ১৬ এসসিসি ৬১০ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ৯ই মে, ২০১৯ তারিখে রায় দিয়েছেঃ -

৩৩. অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। সন্তুষ্টির উপর মন প্রকাশের মাধ্যমে মন প্রয়োগের ইঙ্গিত দিতে হবে। অভিযোগ মামলায় অভিযুক্তকে সমন জারি করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য বিবেচনা করে এবং মন প্রয়োগের বিষয়ে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকতে হবে এবং অভিযোগ আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকঘর হিসেবে কাজ করতে হবে না তা পর্যবেক্ষণ করে, মেহমুদ উল রেহমান মামলায়, এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেন:-

"২২.... .... ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে অভিযোগ খারিজ হয়ে গেলে ২০৩ ধারার সিআরপিসির অধীনে উদীরণ আদেশ জারি করতে হবে এবং তার কারণগুলিও কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে। অন্য কথায়, ম্যাজিস্ট্রেট তার সামনে দাখিল করা প্রতিটি অভিযোগ আমলে নেওয়ার এবং অবশ্যই প্রক্রিয়া জারি করার ক্ষেত্রে ডাকঘর হিসেবে কাজ করবেন না। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত থাকতে হবে যে তিনি সন্তুষ্ট যে অভিযোগে অভিযোগগুলি একটি অপরাধ এবং রেকর্ড করা বিবৃতি এবং ২০২ ধারার সিআরপিসির অধীনে তদন্তের ফলাফল বা তদন্তের প্রতিবেদনের সাথে বিবেচনা করা হলে,

যদি কোনও থাকে, অভিযুক্ত ফৌজদারি আদালতে জবাবদিহি করতে পারে, তবে ধারা ২০৪ সিআর.পি.সি-এর অধীনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ভিত্তি রয়েছে। উপস্থিতির প্রক্রিয়া জারি করে। সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মনের প্রকাশ দ্বারা মনের প্রয়োগ সর্বোত্তমভাবে প্রদর্শিত হয়। যদি কোনও মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ১৯০/২০৪ সিআর.পি.সি- এর অধীনে অগ্রসর হন না, তবে ধারা ৪৮২ সিআর.পি.সি-এর অধীনে হাইকোর্ট ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার জন্য তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আহ্বান করতে বাধ্য। অভিযুক্ত হিসাবে ফৌজদারি আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ডাকা গুরুতর বিষয় যা সমাজে একজনের মর্যাদা, আত্মসম্মান এবং ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে। অতএব, ফৌজদারি আদালতের প্রক্রিয়াটিকে হয়রানির অস্ত্র করা হবে না "।

৩৪. পেপসি ফুডস লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম বিশেষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্যরা (১৯৯৮) ৫ এস. সি. সি ৭৪৯ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি ২৬টি মামলার তথ্য এবং বিষয়টি পরিচালনাকারী আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। অনুচ্ছেদ (২৮)-এ, এটি নিম্নরূপ ছিলঃ –

২৮. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। ফৌজদারি আইন অবশ্যই কার্যকর করা যায় না। ফৌজদারি আইন কার্যকর করার জন্য অভিযোগকারীকে অভিযোগে তার অভিযোগের সমর্থনে কেবল দুজন সাক্ষী আনতে হবে এমন নয়। অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। তাকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং তার সমর্থনে মৌখিক এবং প্রামাণ্য উভয় প্রমাণ পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীর পক্ষে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে কিনা। অভিযুক্তকে তলব করার আগে প্রাথমিক সাক্ষ্য রেকর্ড করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট নীরব দর্শক হিসেবে থাকেন না। ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে এবং এমনকি অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় খুঁজে বের করার জন্য উত্তর পেতে অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে নিজেই প্রশ্ন করতে হবে এবং তারপর পরীক্ষা করতে হবে যে কোনও অপরাধ প্রাথমিকভাবে সমস্ত বা যে কোনও অভিযুক্ত দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কিনা।"

ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয় এবং অবশ্যই, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা কার্যকর করা যায় না এই নীতিটি GHCL এমপ্লয়িজ স্টক অপশন ট্রাস্ট বনাম ইন্ডিয়া ইনফোলাইন লিমিটেড (2013) 4 SCC 505-এ পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।"

২৭. ০৫.১১.২০১৯ তারিখের উক্ত আদেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে, ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোনও মনের প্রয়োগ করা হয়নি, এমনকি যে মৌলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে মোট মামলাটি করা হয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়নি। সুতরাং ২০০ সিআর.পি.সি- ধারার অধীনেও যথাযথ বিবেচনা করা হয়নি, এবং অবশ্যই ২০২ সিআর.পি.সি-ধারার অধীনে নয়।

২৮. আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলাটি হল যে তারা ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা, যারা অভিযুক্ত অপরাধগুলি করেছে।

২৯. এম. এন. ওঝা ও অন্যান্য বনাম অলোক কুমার শ্রীবাস্তব ও অন্যান্যরা মামলায়, ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৮২ (২০০৮ সালের এসএলপি (সিআরএলআই) নং ১৮৭৫ থেকে উদ্ভূত), ২১শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ-

"১৪. আমাদের বিবেচনাধীন মতামত অনুসারে, বিজ্ঞ এসডিজেএম বিবাদী-অভিযোগকারীর দায়ের করা অভিযোগ এবং বক্তব্য পরীক্ষা না করেই আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইন কার্যকর করেছেন। বিজ্ঞ এসডিজেএম অভিযোগের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই মামলাটি আমলে নিয়েছেন। বিজ্ঞ এসডিজেএম যদি অভিযোগটি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতেন তবে তিনি বুঝতে পারতেন যে অভিযোগকারী নিজেই বিবাদী-অভিযোগকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গ এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য এফআইআর দায়েরের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যদি অভিযোগটি সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতেন, তবে তিনি অবশ্যই অভিযোগকারীকে উক্ত এফআইআরের অনুলিপি জমা দিতে বলতেন। বিবাদী-অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে আপিলকারীদের কাছে জারি করা আইনি নোটিশের একটি অনুলিপি অভিযোগের সাথে দাখিল করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞ এসডিজেএম কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। যদি বিজ্ঞ এসডিজেএম উক্ত আইনি নোটিশটি মনোযোগ সহকারে পড়তেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে অভিযোগকারী নিজেই গ্যারান্টি চুক্তি এবং অন্যান্য নথিপত্র সম্পাদনের কথা স্বীকার করেছেন এবং শর্তহীনভাবে ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছেন, যদি মূল ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ ব্যাংকে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। যদি বিজ্ঞ এসডিজেএম তথ্য, পরিস্থিতি এবং ঘটনার ক্রম এবং অভিযোগকারীর দ্বারা অভিযোগের সাথে দাখিল করা নথিপত্রের প্রতি তার যুক্তি প্রয়োগ করতেন,

অবশ্যই তিনি অভিযোগটি খারিজ করে দিতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অভিযোগটি অভিযোগকারী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে একই লেনদেনের বিষয়ে ব্যাঙ্কের দায়ের করা এফআইআরের পাল্টা বিস্ফোরণ ছিল। পেপস্ট ফুডস লিমিটেড ও আরেকজন বনাম বিশেষ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্যদের এই আদালত। [(১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৭৪৯ রায় দিয়েছেঃ

"২৮. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। ফৌজদারি আইন অবশ্যই কার্যকর করা যায় না। ফৌজদারি আইন কার্যকর করার জন্য অভিযোগকারীকে অভিযোগে তার অভিযোগের সমর্থনে কেবল দুজন সাক্ষী আনতে হবে এমন নয়। অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। তাকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং তার সমর্থনে মৌখিক এবং প্রামাণ্য উভয় প্রমাণ পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীর পক্ষে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে কিনা। অভিযুক্তকে তলব করার আগে প্রাথমিক সাক্ষ্য রেকর্ড করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট নীরব দর্শক হিসেবে থাকেন না। ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি সাবধানতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে এবং এমনকি অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় খুঁজে বের করার জন্য উত্তর পেতে অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে নিজেই প্রশ্ন করতে হবে এবং তারপর পরীক্ষা করতে হবে যে কোনও অপরাধ প্রাথমিকভাবে সমস্ত বা যে কোনও অভিযুক্ত দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কিনা।"

বর্তমান মামলাটি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের বিচক্ষণতার অপ্রয়োগের একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের বিষয়বস্তুও যাচাই করেননি, রেকর্ডে উপলব্ধ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রগুলি বাদ দিলেও। আপিলকারীদের তলব করার আগে প্রাথমিক সাক্ষ্য রেকর্ড করার সময় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৃতপক্ষে নীরব দর্শক ছিলেন।

১৫. হাইকোর্ট আইনের ৪৮২ ধারার অধীনে আপিলকারীদের দায়ের করা পিটিশন নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে একটি প্রকাশ্য ভুল করেছে, এমনকি তার বিবেচনার জন্য তার সামনে রাখা মৌলিক তথ্যগুলিও উল্লেখ না করে। এটি সত্য যে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় যেতে পারে না এবং রেকর্ডে উপলব্ধ প্রমাণের প্রশংসা করতে পারে না। সাধারণত, হাইকোর্ট প্রাথমিক পর্যায়ে/যখন তদন্ত/তদন্ত মুলতুবি থাকে তখন ফৌজদারি কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করবে না

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্ট তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারে যেখানে এই ধরনের হস্তক্ষেপের জন্য একটি স্পষ্ট মামলা তৈরি করা হয়। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে হাইকোর্টের দ্বারা ঘন ঘন এবং অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে কোনও ফৌজদারি মামলার তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে যা জনস্বার্থে নাও হতে পারে।কিন্তু একই সময়ে হাইকোর্ট তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করতে পারে না যদি ন্যায়বিচারের স্বার্থের প্রয়োজন হয় যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও নিরপেক্ষ ও জ্ঞাত পর্যবেক্ষক কখনই কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। এই জাতীয় ক্ষেত্রে এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার ফলে সমানভাবে অবিচার হতে পারে, বিশেষত এমন ক্ষেত্রে যেখানে অভিযোগকারী অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চাপ প্রয়োগ এবং হয়রানির উদ্দেশ্যে ফৌজদারি আইন চালু করে।এটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই যে ফৌজদারি বিষয়ে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল একটি সন্তোষজনক জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জন করা "যা হল যে আদালতের কার্যক্রমকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্র হিসাবে অবনমিত হতে দেওয়া উচিত নয়। যদি এই ধরনের ক্ষমতা স্বীকার না করা হয়, তবে এটি এমনকি অবিচারের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।" [দেখুনঃ কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯)। আমরা সচেতন যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি হাইকোর্টকে "ইচ্ছা বা কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য একটি নির্বিচারে এখতিয়ার প্রদান করে না। সেই বিধিবদ্ধ ক্ষমতা সংযতভাবে, সতর্কতার সাথে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে বিরলতম ক্ষেত্রে । [দেখুনঃ কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ৪৫১]।

১৬. এটি এমন একটি মামলা যেখানে অভিযোগে করা অভিযোগগুলি আবেদনকারী বা তাদের মধ্যে কারুর দ্বারা কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কথা প্রকাশ করে না। তারা কেবল ঋণগ্রহীতার পাশাপাশি গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায় ও পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব পালন করছিল। অভিযোগটি স্পষ্টতই প্রতারণা ও অপব্যবহারের অপরাধের জন্য অভিযোগকারী এবং ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রথম আবেদনকারীর দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন সহ ব্যাঙ্কের দ্বারা ইতিমধ্যে শুরু করা কার্যধারার পাল্টা বিস্ফোরণ হিসাবে দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার ক্রম নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত দেয় যে ফৌজদারি কার্যধারা বিদ্বেষপূর্ণভাবে একটি পূর্ববর্তী দিয়ে শুরু করা হয়েছে আবেদনকারীদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাদের সত্ত্বেও। এটি স্পষ্টভাবে সরকারি কর্মচারীদের তাদের দায়িত্ব

পালনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। বিদ্বান এসডিজেএম দ্বারা ফৌজদারি আইনটি কেবল অভিযোগকারীর দ্বারা তা করতে বলার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব প্রায় পরিত্যাগ করে যদিও মামলাটি তার অধীনস্থ আদালতের দ্বারা প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করার জন্য তার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। একটি স্পষ্ট মামলা তৈরি করা হয়েছে যাতে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে আমাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।"

৩০. **বর্তমান মামলাটি** একটি ব্যাঙ্ক এবং তার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

৩১. স্বীকারযোগ্য যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে এবং ২০১০ সাল থেকে একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান মামলাটি ২০১৮ সালে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৩২. অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট মামলাটি হল যে আবেদনকারীরা অভিযোগ করা অপরাধগুলি করেছে, যখন অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা ব্যাঙ্কের কাছে রাখা স্থায়ী আমানতকে লিয়েন হিসাবে অপব্যবহার করেছে, কারণ অভিযোগকারী চুক্তির তার অংশটি সম্পাদন করেননি, যার জন্য আবেদনকারীরা বিপরীত পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীর আচরণের জন্য ব্যাঙ্কের যে ক্ষতি হয়েছে তা মেটাতে সমস্ত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল।

৩৩. সুপ্রিম কোর্ট **এন রাঘবেন্দর বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য, সিবিআই, ২০১০ সালের ৫ নং ফৌজদারি আপিল, ১৩.১২.২০২১-এ রায়** দিয়েছেঃ-

" ৪১. ধারা 409 আইপিসি একজন সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার কর্তৃক তার উপর অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। অভিযুক্ত, একজন সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার সম্পত্তির মালিকানা তার উপর অর্পিত ছিল কিনা তা প্রমাণ করার দায়িত্ব প্রসিকিউশনের উপর

যার জন্য তিনি যথাযথভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য এবং তিনি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করেছেন। (**দেখুনঃ সদুপতি নাগেশ্বর রাও বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য**, **(২০১২) ৮ এসসিসি ৫৪৭)।**

৪২. আই. পি. সি-র ৪০৯ ধারার অধীনে কোনও অপরাধকে শাস্তিযোগ্য করার জন্য ৪০৫ ধারার অধীনে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারি সম্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ এবং অসৎ অপব্যবহার বা তার ব্যবহার অনিবার্য। আই. পি. সি-র ৪০৫ ধারার অধীনে 'অপরাধমূলক বিশ্বাসঘাতকতা' অভিব্যক্তিটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রদান করে যে, যে কেউ যে কোনও উপায়ে সম্পত্তির উপর বা কোনও সম্পত্তির উপর কর্তৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে, অসৎভাবে সেই সম্পত্তির অপব্যবহার বা নিজের ব্যবহারের জন্য ধর্মান্তরিত হয়, বা আইনের বিপরীতে সেই সম্পত্তির অসৎ ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করে, বা যে পদ্ধতিতে এই ধরনের ট্রাস্ট ছাড়ানো হবে সেই পদ্ধতি নির্ধারণকারী কোনও আইন লঙ্ঘন করে, বা কোনও আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করে, প্রকাশ্য বা অন্তর্নিহিত ইত্যাদি। বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে ধরা হবে। অতএব, আইপিসি ৪০৫ ধারাটি আকর্ষণ করার জন্য, নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অবশ্যই সন্তুষ্ট করতে হবেঃ

(i) যে কোনও ব্যক্তিকে সম্পত্তির উপর বা সম্পত্তির উপর কোনও আধিপত্য অর্পণ করা;

(ii) সেই ব্যক্তি 'অসৎভাবে অপব্যবহার করেছেন বা সেই সম্পত্তিকে নিজের কাজে রূপান্তরিত করেছেন;

(iii) অথবা সেই ব্যক্তি অসৎভাবে সেই সম্পত্তি ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনও ব্যক্তিকে কষ্ট দিচ্ছেন যাতে আইনের কোনও নির্দেশ বা আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করা যায়।

৪৩. এটা মনে রাখা উচিত যে আই. পি. সি-র ৪০৫ ধারায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি হল 'অসৎ' এবং তাই, এটি পুরুষদের অধিকারের অস্তিত্বকে পূর্ব-অনুমান করে। অন্য কথায়, কোনও অপব্যবহার ছাড়াই কোনও ব্যক্তির উপর অর্পিত সম্পত্তি কেবল বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনের আওতায় আসতে পারে না। যদি না আইন বা চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের দ্বারা কোনও প্রকৃত ব্যবহার না হয়, অসৎ অভিপ্রায় সহ, বিশ্বাসের কোনও ফৌজদারি লঙ্ঘন হয় না। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তিটি হল 'অপব্যবহার' যার অর্থ অনুপযুক্তভাবে স্থাপন করা ব্যতীত একটি ব্যবহারের জন্য এবং মালিকের বাদ দেওয়ার জন্য।

৪৪. "বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ"-এর দুটি মৌলিক উপাদান ৪০৫ ধারার অর্থে প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথেই, এবং যদি এই ধরনের অপরাধমূলক লঙ্ঘন কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার, বণিক বা এজেন্টের দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহলে উক্ত অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধটি ৪০৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য, যার জন্য এটি প্রমাণ করা অপরিহার্য যে:

(i) অভিযুক্তকে অবশ্যই একজন সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার, বণিক বা এজেন্ট হতে হবে;

(ii) তাকে অবশ্যই সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হতে হবে; এবং

(iii) তাকে অবশ্যই এই ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে হবে।

৪৫. তদনুসারে, যদি না প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্ত, কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার ইত্যাদিকে সেই সম্পত্তির 'দায়িত্ব' দেওয়া হয়েছিল যার জন্য তিনি দায়বদ্ধ এবং এই ধরনের ব্যক্তি বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করেছেন, তবে আইপিসি-র ৪০৯ ধারাটি আকৃষ্ট হতে পারে না। 'সম্পত্তির দায়িত্ব' একটি বিস্তৃত এবং সাধারণ অভিব্যক্তি। যদিও প্রাথমিক দায়িত্বটি রাষ্ট্রপক্ষের উপর নির্ভর করে যে প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তি অভিযুক্তকে 'অর্পণ' করা হয়েছিল, তবে সম্পত্তির প্রকৃত দায়িত্ব বা তার অপব্যবহার আরও প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। যেখানে অভিযুক্তের দ্বারা 'প্রত্যর্পণ' স্বীকার করা হয় বা প্রসিকিউশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বোঝা অভিযুক্তের উপর চলে যায় প্রমাণ করার জন্য যে অর্পিত সম্পত্তির সাথে দায়বদ্ধতা আইনত এবং চুক্তিবদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছিল।"

৩৪. **বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যেঃ-**

(i) "অসৎ অভিপ্রায়" প্রমাণ করার মতো কোনও উপাদান নেই এবং এইভাবে খারাপ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব নেই।

(ii) আবেদনকারীরা প্রাথমিকভাবে পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে কাজ করেছেন বলে "ন্যস্ত সম্পত্তির" কোনও "অপব্যবহার" হয়নি।

(iii) আইন বা চুক্তি লঙ্ঘন করে আবেদনকারীদের দ্বারা বিতর্কিত সম্পত্তির কোনও "ব্যবহার" হয়নি। সুতরাং, কোনও "অপব্যবহার" নেই যার অর্থ নিজের ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্তভাবে আলাদা করা এবং মালিককে (বিপরীত পক্ষ) বাদ দেওয়া, (**এন রাঘবেন্দর বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য (উপরে))।**

(iv) আবেদনকারীদের দ্বারা সম্পত্তির কোনও 'প্রকৃত ব্যবহার' হয়নি এবং কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই এবং তাই কোনও অপব্যবহার হয়নি।

(v) এইভাবে আইপিসি-র ৪০৫ ধারার অর্থের মধ্যে 'বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘনের' দুটি মৌলিক উপাদান বর্তমান মামলায় প্রমাণিত হয়নি (**এন রাঘবেন্দর বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য (উপরে))।**

৩৫. **সুতরাং বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনের অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অনুপস্থিত (রেকর্ডে কোনও উপাদান নেই)।**

৩৬. তদনুসারে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৪০৯ ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য কোনও প্রাথমিক মামলা নেই এবং ফলস্বরূপ আইপিসি-র ৪১৮/৪২০/৪৬৭ ৪৭১/১২০ বি ধারার অধীনে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য কোনও উপাদানও আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে উপস্থিত নেই এবং এর বিরুদ্ধে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় আবেদনকারী আইন/আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

৩৭. নথিভুক্ত তথ্য এবং উপকরণ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেওয়ানি/বাণিজ্যিক প্রকৃতির।

৩৮. **আর নাগেন্দ্র যাদব বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ফৌজদারি আপিল নং ২২৯০**-এ রায় দেয়ঃ -

"১৭. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্টকে সচেতন থাকতে হবে যে এই ক্ষমতাটি কেবলমাত্র আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে হবে। কোনও অভিযোগ ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কি না, তা তার অধীনে অভিযুক্ত আইনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। **ফৌজদারি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত আছে কি না, তা হাইকোর্ট দ্বারা বিচার করতে হবে। দেওয়ানি লেনদেন প্রকাশ করে এমন অভিযোগের ফৌজদারি গঠনও থাকতে পারে। কিন্তু হাইকোর্টকে অবশ্যই দেখতে হবে যে দেওয়ানি প্রকৃতির বিরোধটিকে ফৌজদারি অপরাধের ছদ্মবেশ দেওয়া হয়েছে কিনা। এমন পরিস্থিতিতে, যদি দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়া যায় এবং বাস্তবে গৃহীত হয়, যেমনটি হাতে থাকা মামলায় ঘটেছে, হাইকোর্টের উচিত ছিল আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা।"**

৩৯.সুপ্রিম কোর্ট **দীপক গাবা এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আরেকজন ফৌজদারি আপিল নং ২৩২৮, ২০২২ সালের , ২২ জানুয়ারী, ২০২৩** তারিখে রায় দিয়েছেঃ-

২১. অতএব, আমাদের অভিমত হল যে, অভিযোগপত্রে করা দাবি এবং ২ নং প্রত্যর্থীর নেতৃত্বে সমন-পূর্ব প্রমাণ-অভিযোগকারী আইপিসির ৪০৫,৪২০ এবং ৪৭১ ধারার অধীনে নির্ধারিত শাস্তিমূলক দায়বদ্ধতার শর্ত এবং ঘটনা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ অভিযোগগুলি চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত। **লক্ষণীয়ভাবে, এই আদালত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির দ্বারা ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার আহ্বান করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছে, অভিযোগগুলি ছদ্মবেশিত করে বিরক্তিকর ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে যা আপাতদৃষ্টিতে অপমানজনক বা খাঁটি দেওয়ানি দাবি ছিল। এই প্রচেষ্টাগুলি**

বিনোদন দেওয়া হয় না এবং দ্বারপ্রান্তে বরখাস্ত করা উচিত। প্রলিক্সিটি এড়ানোর জন্য, আমরা কেবল থার্মাক্স লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম কে. এম. জনি (২০১১) ১৩ এস. সি. সি ৪১২-এ এই আদালতের রায়টি উল্লেখ করতে চাই, কারণ এটি পূর্ববর্তী মামলার আইনগুলিকে প্রচুর বিশদে উল্লেখ করে। থার্মাক্স লিমিটেড এবং অন্যান্য (উপরে)-তে, এটি নির্দেশ করা হয়েছিল যে আদালতকে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি ভুলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, যদিও এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে অভিযোগগুলি দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় ভুল গঠন করতে পারে। আদালতকে সতর্কতার সাথে তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সেগুলি কেবল দেওয়ানি ভুল গঠন করে কিনা, কারণ ফৌজদারি ভুলের উপাদানগুলি অনুপস্থিত। ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা উক্ত দিকগুলির একটি সচেতন প্রয়োগ প্রয়োজন, কারণ সমন জারি করার আদেশের ফলে ফৌজদারি কার্যধারা চালু হওয়ার গুরুতর পরিণতি রয়েছে। যদিও অভিযুক্তদের কাছে প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিস্তারিত কারণ নথিভুক্ত করার প্রয়োজন হয় না, তবে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করার জন্য রেকর্ডে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকা উচিত। কোডের ধারা ২০৪-এর প্রয়োজনীয়তা হল যে ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা উচিত। এমনকি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য কোডের ধারা ২০০-এর অধীনে পরীক্ষা করার সময় তিনি অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে প্রশ্নও রাখতে পারেন। বিচারের জন্য অভিযুক্তকে তলব করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে সন্তুষ্ট হওয়ার পরেই সমন জারি করা উচিত। অভিযোগকারী যখন অপরাধটি প্রকাশ করবেন তখন সমন জারি করার আদেশ জারি করতে হবে এবং যখন এমন কোনও উপাদান থাকে যা অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে সমর্থন করে এবং গঠন করে। এটি হালকাভাবে বা অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে পাস করা উচিত নয়। যখন অভিযুক্ত আইন লঙ্ঘন স্পষ্টভাবে বিতর্কিত এবং সন্দেহজনক হয়, হয় তথ্যের অভাব এবং স্বচ্ছতার অভাবের কারণে, অথবা তথ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের কারণে, ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা নিশ্চিত করতে হবে। আইনী বিধানগুলির প্রশংসা না করে এবং তথ্যগুলিতে তাদের প্রয়োগের ফলে কোনও নির্দোষকে প্রসিকিউশন/বিচারে দাঁড়ানোর জন্য তলব করা হতে পারে। আর্থিক ক্ষতি, সময়ের ত্যাগ এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি মামলা দায়ের করা এবং অভিযুক্তকে বিচারের জন্য তলব করা সমাজে অপমান ও অসম্মান সৃষ্টি করে। এর ফলে অনিশ্চিত সময়ের উদ্বেগ দেখা দেয়।

২৪. আমাদের এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, হাইকোর্ট, আইনের ৪৮২ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন খারিজ করার সময়, যথাযথ নোটিশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যখন এটি প্রকাশ পায় যে এই কার্যধারাটি ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে বিপরীত পক্ষকে সত্ত্বেও করার উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করা হয়েছে। অভিযোগের অভিযোগ এবং রেকর্ডে থাকা প্রাক-সমন প্রমাণ, যখন মুখের মূল্যে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়, তখন অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করে না। আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত। যখন অভিযোগের অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক বা সহজাতভাবে অসঙ্গত হয়, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভুল রয়েছে, তখন সমন জারি করা উচিত নয়।"

৪০. **রমেশ চন্দ্র গুপ্ত বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য মামলায়, ২০২২ লাইভ ল (এসসি) ৯৯৩, ফৌজদারি আপিল নং(গুলি) ..... ২০২২ (এসএলপি (ফৌজদারি) নং(গুলি) ২০২২ সালের ৩৯ নং থেকে** উদ্ভূত**), সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে:-**

১৫. **বিনীত কুমার এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯ ৩১শে মার্চ** মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করার জন্য এই আদালতের একটি সুযোগ রয়েছে এবং আরেকটি, ২০১৭-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরের রায়ের ২২,২৩ এবং ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে যেখানে নিম্নলিখিতগুলি বলা হয়েছিল।

"২২. বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ারের পরিধি এবং পরিসীমা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা এই আইনের অধীনে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে

ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য যে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বা অন্যথায়।

২৩. এই আদালত বার বার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের প্রয়োগকে পরিচালনা করে। কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে হাইকোর্টের কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা উচিত। রায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ

৭..... এই সুস্থ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে, হাইকোর্ট যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে অথবা ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাতিল করা প্রয়োজন, তাহলে হাইকোর্টের কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে। দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল একটি জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জন করা, যা হল আদালতের কার্যধারাকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্রে পরিণত হতে দেওয়া উচিত নয়। একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি খোঁড়া মামলার পিছনের গোপন উদ্দেশ্য, মামলার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি উপাদানের প্রকৃতি এবং অনুরূপ বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে হাইকোর্টকে কার্যধারা বাতিল করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে। ন্যায়বিচারের লক্ষ্যগুলি কেবল আইনের লক্ষ্যের চেয়ে উচ্চতর, যদিও আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হয়। এই পর্যবেক্ষণগুলি করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হল যে, রাষ্ট্র এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে যে বিধানটি প্রণীত হয়েছে তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি না করা হলে, সেই গুরুত্বপূর্ণ এখতিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে।"

৪১. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ করতে হবে। আদালত যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ এই আদালত দ্বারা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বর্ণিত কোনও বিভাগে পড়ে তবে মামলা চালানোর অনুমতি দিতে পারে না। বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা অপারেশন বা হয়রানির উপকরণ হিসাবে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না।যখন কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়, তখন হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ বর্ণিত ৭ম বিভাগের অধীনে কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না, যা নিম্নরূপঃ

'১০২. (৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারায় স্পষ্টতই দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়।'

উপরের ৭ নম্বর বিভাগটি বর্তমান মামলার তথ্যের প্রতি স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট। যদিও, হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ (১) এস. সি. সি ৩৩৫ রায়টি নোট করেছে। কিন্তু বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিজ্ঞাপন দেয়নি, যে উপাদানগুলির উপর আইও দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে বর্তমানটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের ধারা এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল ৪৮২ সিআরপিসি এবং 'ফৌজদারি কার্যধারা' বাতিল করে।

১৬. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিরিক্ত-সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য পরিমাণে, এই আদালত পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা সংজ্ঞায়িত করেছে, যাতে অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যায় যেখানে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত। এই আদালত **১০২ অনুচ্ছেদে রায় দিয়েছে হরিয়ানা রাজ্যে এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য, ১৯৯২ (১) ৩৩৫** নিম্নরূপঃ

"১০২. চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে

কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায়।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোডের ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং _ সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে সংবিধির বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংবিধিতে বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

17. **নীহারিতকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫** মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৪১. এইভাবে বর্তমান মামলাটি **স্পষ্টভাবে রাজ্যের নির্দেশিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হরিয়ানা বনাম ভজনলাল (উপরে) (অনুচ্ছেদ ১০২)।**

৪২. **বর্তমান ক্ষেত্রে**, অভিযুক্ত ফৌজদারি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত নেই। অভিযোগ এবং রেকর্ডের উপকরণগুলি মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির বিরোধ এবং এইভাবে কার্যধারা বাতিল হওয়ার যোগ্য।

৪৩. অভিযুক্ত অপরাধগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/৪১৮/৪২০ ৪৬৭/৪৭১/১২০বি ধারার অধীনে রয়েছে। অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কোনওটিই আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যারা সকলেই তাদের সরকারী ক্ষমতায় আইন অনুসারে কাজ করেছে। পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তির ভিত্তিতে।

৪৪. যদি কোনও ব্যাঙ্ক/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত আধিকারিককে আইন অনুযায়ী কাজ করার জন্য ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়, তবে এটি স্পষ্টতই আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

৪৫. **তদনুসারে, ২০২০ সালের সংশোধিত আবেদনটি সিআরআর ৫৯৯ অনুমোদিত।**

৪৬. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/৪১৮/৪২০ ৪৬৭/৪৭১/১২০ B ধারার অধীনে কলকাতার ৮ম আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন অভিযোগ মামলা নং সি. এস.-১০৫৭৬৫/২০১৮-এর কার্যধারা এবং সমস্ত আদেশ এর মধ্যে পাস করা এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

৪৭. সমস্ত সংযুক্ত আবেদনপত্র, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

৪৮. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল করা হবে।

৪৯. প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের জন্য এই রায়ের অনুলিপি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হবে।

৫০. আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর দ্রুত এই রায়ের প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি সরবরাহ করা হবে।

(শম্পা দত্ত (পল), বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal